এ বছর হজ হবে সীমিত: সৌদি

২০২০ সালের হজ হবে সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সমন্বয়ে সীমিত পরিসরে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে বহির্বিশ্ব থেকে কারও আসার অনুমতি থাকছে না।

সৌদি আরবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের সীমিতসংখ্যক মানুষ নিয়েই এবারের হজ অনুষ্ঠিত হবে। করোনাভাইরাস মহামারীর অব্যাহত ঝুঁকির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

২২ জুন সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে– মহামারী করোনার ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্বের প্রটোকল ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সেই হিসাবে বলতে গেলে এবার আন্তর্জাতিকভাবে হজ পালন করা হচ্ছে না। শুধু সৌদিতে অবস্থানরত সৌদি নাগরিক ও বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা শর্তসাপেক্ষে হজের অনুমতি পাবেন।
সূত্র-যুগান্তর

বিদেশিদের ভিসা ও গ্রিনকার্ড স্থগিত করলেন ট্রাম্প

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে এক লাখ ৭০ হাজার বিদেশি কর্মপ্রার্থীদের ভিসা এবং গ্রিনকার্ড স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২০ সালের শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা

জানান তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, এই পদক্ষেপের ফলে মহামারীজনিত কারণে বেকার হয়ে পড়া এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

আপাতত চার ধরনের ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেগুলো হচ্ছে- এইচ১বি, এইচ ৪, এল১ এবং জি১ ভিসা। এ ছাড়া ভবিষ্যতে এইচ১বির ক্ষেত্রে লটারির চেয়ে যোগ্যতা মানে জোর দিতে বলা হয়েছে।

মার্কিন অভিবাসন দফতরের পরিসংখ্যান জানায়, ২০১৯ অর্থবর্ষে ১ লাখ ৩৩ হাজার বিদেশিকে এইচ১বি ভিসার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এর বেশিরভাগই ভারত ও চীনের দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। এবার ভিসা ও গ্রিনকার্ডপ্রত্যাশী ছিলেন এক লাখ ৭০ হাজার।

এদিকে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা শুরু হয়েছে। করোনাভাইরাসের মহামারীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ট্রাম্প অভিবাসী আইন কঠিন করে তুলছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশটিতে উচ্চ দক্ষতার বিদেশি প্রযুক্তিকর্মী, শীর্ষ নির্বাহী, কৃষি খাতের সহায়ক কর্মী ও গৃহকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এক লাখ ৭০ হাজার মানুষের ভিসা ও গ্রিনকার্ড স্থগিত করা হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ ৫ লাখ ২৫ হাজার লোকের চাকরিতে এর প্রভাব পড়বে।
এই স্থগিতাদেশের ফলে এক লাখ ৭০ হাজার লোকের গ্রিনকার্ড অনিশ্চয়তায় পড়ল। এসব বিদেশিকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পেতে এখন অপেক্ষা করতে হবে চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। গত এপ্রিলে একবার এসব গ্রিনকার্ড স্থগিত করা হয়েছিল। সোমবার এ স্থগিতাদেশ আরও বাড়ানো হলো। সুত্র-যুগান্তর

দিল্লিতে ‘জঙ্গি হামলার’ শঙ্কা, হাই অ্যালার্ট জারি

লাদাখে গলওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের মধ্যে ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

১৫ জুন রাতের সেই সংঘর্ষে ২০ ভারতীয় সেনা নিহতসহ চীনের বহু সেনা হতাহত হয়েছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।

এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতে নতুন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে জঙ্গি হামলা হতে পারে সতর্কবার্তা দিয়েছেন দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

যে কারণে দিল্লিতে হাইঅ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের বরাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীর থেকে সড়কপথে দিল্লিতে জঙ্গিরা প্রবেশ করেছে। আরও কয়েকজন ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাস, ট্যাক্সি বা ট্রাকে করে এসব জঙ্গি দিল্লিতে এসেছে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে। এমন তথ্য পাওয়ার পরই দিল্লিতে কড়া সতর্কতা জারি হয়েছে।

দিল্লি পুলিশসূত্রে খবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল সেলকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। রাজ্যের ১৫ জেলাতেই পাঠানো হয়েছে চূড়ান্ত সতর্কতা। দিল্লি শহরের সব বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও বাজার এলাকায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি হয়েছে। শহরের সব হোটেল, মোটেল ও বাসস্ট্যান্ডে তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা।

দিল্লিতে প্রবেশের পথের সব পয়েন্টে চেক পোস্ট বসিয়েছে পুলিশ। গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে কাশ্মীরের নম্বরপ্লেটের গাড়িগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সুত্র-যুগান্তর

করোনার ‘হটস্পট’ ব্রাজিলে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবিতে রাজপথে হাজারো মানুষ

কোভিড-১৯ মহামারীতে ব্রাজিলে রেকর্ড ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লক্ষাধিক মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের পর ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যেখানে মৃত্যু ৫০ হাজার ছাড়াল। দেশটিকে করোনার ‘হটস্পট’ বিবেচনা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় দেশটির প্রেসিডেন্ট বলসেনারোর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার পদত্যাগ চেয়ে রাজপথে নেমেছে হাজার হাজার জনতা।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসে এত আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনাও ব্রাজিলে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমাতে পারেনি।
দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক এক সহযোগী এবং তার বড় ছেলে গ্রেফতার হলে জেইর বলসেনারোর পদত্যাগ চেয়ে রোববার রাজপথে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ।
এই আন্দোলনের মূল দাবি জেইর বলসেনারোর অভিশংসন।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের অনুসারীরাও তার সমর্থনে রাজপথে নেমেছে। তাদের দাবি, কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করছে।
ব্রাজিলে শনাক্ত কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৫ হাজার ৩৮ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ৬১৭ জন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
স্থানীয় সময় রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি করোনাভাইরাস রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা গেছে, ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে মৃতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার ৫৯১ জনে। আর আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশটিতে আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কারণ দেশটিতে সীমিত আকারে করোনা টেস্ট করা হচ্ছে।
লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশটিতে প্রায় প্রতিদিন এক হাজারের বেশি মৃত্যুর তথ্য নথিভুক্ত হয়, কিন্তু সপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে

সংখ্যাটি কিছুটা কমে যায়।
২৬ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলে প্রথম নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছিল। তারপর ৪ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে শুক্রবার আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ পার হয়।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেননি এবং বিষয়টিকে গুরুত্বই দেননি।
করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। তিনি শুরু থেকেই করোনাভাইরাসকে গুরুত্ব না দেয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। এমনকি এত সংক্রমণের মধ্যেও দেশটিতে লকডাউন দেয়ার বিপক্ষে তার অবস্থান। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরপর দুজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এরপর থেকে দেশটি এখনও স্থায়ী স্বাস্থ্যমন্ত্রী পায়নি।

সার্বিক পরিস্থিতিতে করোনার হটস্পট এই দেশটির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা সংক্রমণের পিক (সর্বোচ্চ পর্যায়) থেকে ব্রাজিল এখনও কয়েক সপ্তাহ দূরে আছে বলে সতর্কতা জানিয়েছেন তারা। অর্থাৎ, আগামীতে এখানে করোনা আরও ভয়াবহ তাণ্ডব চালাতে পারে।

ব্রাজিলে অধিক হারে করোনা সংক্রমণের জন্য দেশটির অস্থির রাজনীতিকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে যখন করোনার সংক্রমণ তখনও বিভিন্ন সময় সমর্থকদের নিয়ে জমায়েত করেছেন বলসোনারো। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে বিরোধী পক্ষ। রোববারও বলসোনারোর বিরোধীরা রাজপথে নামেন। সার্বিক এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ব্রাজিলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল।

এদিকে রোববার পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০ লাখ। এছাড়া এ পর্যন্ত এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৭০ হাজার মানুষের। সূত্র-যুগান্তর

বিশ্বে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড

মহামারী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্ববাসী আজ কোনঠাসা। ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে দাপট দেখাচ্ছে এই মারণব্যাধি। রোববারই ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পর গত ২৪ ঘণ্টায় এটাই সর্বোচ্চ শনাক্তের ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এদিন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার। এর মধ্যে ব্রাজিলেই রোববার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি।

এর আগে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত ছিল ১৮ জুন, ১ লাখ ৮১ হাজার ২৩২ জন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত শনাক্তের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে একদিনে ৫৪ হাজার ৭৭১ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ৩৬ হাজার ৬১৭ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, সোমবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনাভাইরাসে বিশ্বে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। মারা গেছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।

তবে বিশ্বে করোনাভাইরাসে প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
আর করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের হিসেব রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, সোমাবার বেলা পৌনে ১ টা পর্যেন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ লাখ ৫২ হাজার ৫৯৮ জন। আর মারা গেছেন ৪ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৪ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪৮ লাখ ৪২ হাজার ৩০৬ জন।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা প্রতিবেশী দেশ ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মৃত ১ লাখ ২০ হাজারের সীমা পার করেছে বহু আগেই।
ব্রাজিল, রাশিয়া ও ভারতে যেমন আক্রান্ত বেড়ে চলেছে, ঠিক সেভাবেই

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোয় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সুত্র-যুগান্তর

২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার ফাঁকফোকর খুঁজছেন পুতিন

রাশিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়ক ভ্লাদিমির পুতিন এ নিয়ে চার মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রথম দুই মেয়াদে ৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। ২০১২ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টের মেয়াদ ৬ বছর করেন। ২০২৪ সালে তার চতুর্থ দফার মেয়াদ শেষ হবে। সে পর্যন্ত বেঁচে থাকলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দুই দশক পূরণ হবে। মাঝে যে ৪ বছর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন না, সে সময়ও তিনি ছিলেন ক্ষমতার খুব কাছাকাছি। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বজায় রাখতে বিশ্বস্ত ও অনুগত একজনকে প্রেসিডেন্ট করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ৪ বছর। পরে আবারও প্রেসিডেন্ট পদে লড়ে ক্ষমতায় আসেন। দীর্ঘ এই শাসনকালে সাবেক কেজিবিপ্রধান নিজেকে রাশিয়ার একজন শক্তিশালী শাসকে পরিণত করেছেন। এতেও ক্ষান্ত হননি তিনি।

আবারও নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে তার। শুধু ইচ্ছাই নয়, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার ফাঁকফোকর খুঁজছেন তিনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি নিজের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। পুতিন ‘রাশা-১’ নিউজ চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পার্লামেন্ট যদি সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করে তা হলে তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও পারেন।

কোনো কোনো রুশ কর্মকর্তা পুতিনের একজন স্থলাভিষিক্ত খুঁজে বের করার যে চেষ্টা করছেন, সে ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিয়ে পুতিন বলেন, তারা যেন এসব বাদ দিয়ে নিজেদের কাজে মনোযোগী হন।

রুশ প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি দেশের সংবিধান সংশোধনের খসড়ায় স্বাক্ষর করেছেন। দেশটির সাংবিধানিক আদালত এই খসড়া অনুমোদন করলে তিনি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সেই সঙ্গে ২০৩০ সালের নির্বাচনেও তার অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি ২০৩৬ সাল গদি ঠিক রাখতে পারবেন।

রাশিয়ার বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, এক ব্যক্তি একটানা দুবারের বেশি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০০০ সাল থেকে দুই মেয়াদে চার বছর করে মোট আট বছর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর পর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালন করতে তিনি নিজের অনুগত রাজনীতিবিদ দিমিত্রি মেদভেদেভকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। ২০১২ সালে মেদভেদেভের মেয়াদ শেষ হলে পুতিন আবার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসেন।

ক্ষমতার মেয়াদ দীর্ঘ করতে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ৪ বছরের জায়গায় ৬ বছর করেন পুতিন। ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষ হবে ভ্লাদিমির পুতিনের। এবার আর অনুগত কাউকে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ না দিয়ে পার্লামেন্টের মাধ্যমে নিজেই ক্ষমতায় থাকার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। সুত্র-যুগান্তর

ভারতে ৩৩ দিনে করোনায় আক্রান্ত ৩ লাখ

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের পরিসংখ্যানটি এরকম-

১১০ দিন— শূন্য থেকে ১ লাখ

১৫ দিন— এক থেকে ২ লাখ
১০ দিন— দুই থেকে ৩ লাখ

৮ দিন— তিন থেকে ৪ লাখ।

দেখা যাচ্ছে, গত ৩৩ দিনে দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ মানুষ। রোববার ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখ ছাড়িয়ে গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১৫ হাজার ৪১৩ জন। এক দিনে আক্রান্ত বৃদ্ধির হিসাবে এটি সর্বাধিক। এই বৃদ্ধির জেরে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন চার লাখ ১০ হাজার ৪৬১ জন।

আক্রান্তের পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৬ জনের। এ নিয়ে মোট ১৩ হাজার ১৫৪ জনের মৃত্যু হল। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার ৯৮৪ জনের। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজধানী দিল্লিতে মৃত্যু ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। করোনার প্রভাবে সেখানে মোট দুই হাজার ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে মারা গিয়েছেন এক হাজার ৬৩৮ জন। এর পর তালিকায় রয়েছে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলঙ্গানা ও হরিয়ানা, কর্নাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ।

৩০ জানুয়ারি কেরালায় প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছে এই ভাইরাস। সংক্রমণ বাড়লেও আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় ভারতে মৃত্যুর হার অনেক কম। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়াল

ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ালো। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৬৮ জনের মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা এখন ৫০ হাজার ৫৮। রবিবার ওয়ার্ল্ডওমিটার এ তথ্য জানিয়েছে।

একই সময় ব্রাজিলে নতুন করে আরও ৩১ হাজার ৫৭১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এতে আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৭০ হাজার ১৩৯ জনে।

এর আগের দিন অর্থাৎ শনিবার ব্রাজিলের স্বাস্থ্য দফতর করোনায় ৫৫ হাজার ২০৯ জন আক্রান্তে এবং ১ হাজার ২২১ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল।
বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ব্রাজিলের অবস্থান। ২৬ ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে প্রথম করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্তের পর শুক্রবার মোট আক্রান্ত ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি। ব্যাপক শনাক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হচ্ছে না।

করোনার দ্রুত সংক্রমণের জন্য পরোক্ষভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোকে দায়ী করা হচ্ছে। ‘আঞ্চলিক ট্রাম্প’ বলে ডাকা ডানপন্থি এই প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের কঠোর সমালোচনা করে আসছেন। তার মতে ভাইরাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে চাকরি হারানো। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

চীন সীমান্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পেল ভারতীয় সেনাবাহিনী

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত ও চীনের সেনা মুখোমুখি হলেও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করার নীতি এত দিন মেনে চলেছে ভারত। কিন্তু লাদাখের গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরেই এই নীতি বদলের প্রয়োজন নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। ভারত এবার বদলে ফেলল ‘রুল অব এনগেজমেন্ট’।

নতুন নিয়মে চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনও বারণ থাকবে না সেনাবাহিনীর উপরে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রবিবার এই নীতির পরিবর্তন আনে।

গালওয়ানে সংঘাতের পরে কেটে গেছে ছ’দিন। এখনও গালওয়ানে ভারতীয় ভূখণ্ডের একাংশ দখল করে বসে রয়েছে চীনা সেনারা। নিজেদের অবস্থান থেকে সরার কোনও লক্ষণও দেখায়নি তারা। এই পরিস্থিতিতে নজরদারি বাড়াচ্ছে ভারত। পাশাপাশি লাদাখ অঞ্চলে কমব্যাট পেট্রল চালু করেছে দেশটির বিমান বাহিনী। সেই সঙ্গে চীনা হামলার আশঙ্কায় সেনা মোতায়েন করা শুরু হয়েছে দারবুক-দৌলতবেগ ওল্ডি (ডিবিও) সড়ক নির্মাণের কাজে।

গালওয়ানের ঘটনার পরে ডিবিও সড়ক নির্মাণের কাজে পাহারা দেওয়ার জন্য আরও বেশি সেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নর্দার্ন কম্যান্ডের এক পদস্থ সেনা অফিসারের মতে, ওই রাস্তা তৈরি হলে কারাকোরাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ভারতীয় সেনা। ওই এলাকা চীন-পাকিস্তান আর্থিক করিডরের খুব কাছে। ফলে ওই রাস্তা নিয়ে গোড়া থেকেই আপত্তি রয়েছে চীনের। ওই সড়কের নির্মাণকাজ বন্ধ করার জন্য ফের হামলা চালাতে পারে তাদের সেনা। ২০১৩ সালে এই সড়ক লাগোয়া দেসপাং এলাকায় চীনা সেনা ঢুকে তিন সপ্তাহ বসে ছিল।
ওই সড়ক প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর। ওই সব এলাকায় এক বার চীনা সেনা ঢুকে পড়লে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সরানো কঠিন হয়ে পড়বে। আটকে যাবে সড়ক নির্মাণের কাজও। তাই ডিবিও সড়কের স্পর্শকাতর এলাকাজুড়ে সেনা মোতায়েন শুরু হয়েছে। বর্তমানে গালওয়ান উপত্যকায় অন্তত ২৩টি স্থানে নজরদারির জন্য কাঠামো গড়ে তুলেছে চীন সেনা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘যুদ্ধ বাধালে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেব’

কোরীয় উপদ্বীপে যে কোনো ধরনের উসকানিমূলক আচরণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে হুশিয়ার করে দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। দেশটি বলেছে, কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চাইলে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করা হবে।

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস এক বিবৃতিতে এ

হুমকি দিয়েছে। ইরানের বার্তা সংস্থা ফার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার কাছে পরমাণু অস্ত্রের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে আঘাত হানার মতো আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে বলে দাবি করে আসছে দেশটি।

মস্কোয় উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস বলেছে, দেশটির হাতে এমন সব পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে যে কোনো সময় যে কাউকে পাকড়াও করা যায়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যে কেউ উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দেবে, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

কোরীয় উপদ্বীপে মার্কিন সেনা উপস্থিতি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে মার্কিন সেনাদের যৌথ সামরিক মহড়ার ঘোরবিরোধী উত্তর কোরিয়া। বারবার এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঙ্কার দিয়ে আসছেন কিম জং উন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের মহড়া কোরীয় উপদ্বীপে আবারও যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা। সূত্র-যুগান্তর